বিশ্ব পরিবেশ দিবস

সুস্থ পরিবেশের অঙ্গীকার

অনাদি কৃষ্ণ নন্দী

পৃথিবীতে পরিবেশের প্রত্যেকটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপাদান ও মানব সভ্যতার অস্তিত্বের মতনই সমান ভাবেই প্রাসঙ্গিক। সৃষ্টির সংসারের এই সকল প্রাসঙ্গিক ও অপরিহার্য উপাদানকে ধ্বংস করলে সৃষ্টির আদিমতম ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। আমাদের জীবনের অস্তিত্বের তাগিদেই পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে। সবুজের সমারোহ ঘটলে আমরা প্রাণ খুলে নিশ্বাস নিতে পারব। তাই গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান। বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গাছকে বাঁচাতে হবে। আমাদের জীবনের অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে। সুস্থ পরিবেশ গড়ে উঠুক প্রকৃতির

হাত ধরে। আমরাই তো গড়তে পারি সবুজ পৃথিবী।

পরিবেশ সুরক্ষার প্রতি আমাদের আরও সচেতন হতে হবে। ৭৫ মাইক্রনের কম এবং কোম্পানির ছাপবিহীন প্লাস্টিক, ক্যারিব্যাগ ব্যবহার করবেন না। যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত থাকতে হবে। পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে আম জনতাকে আরও সক্রিয় হতে হবে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে হোক নগরোন্নয়ন। কবি প্রকৃতি নিয়ে লিখেছেন, গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায়, জলরাশির মিষ্টি বাতাসে প্রাণটা জুড়ায়। ও মন ওঠো না মেতে সবুজ নিয়ে। বিশ্ব প্রকৃতি আরও সবুজময় হয়ে উঠুক। সুন্দর হয়ে উঠুক।

মছলন্দপুর বিবেকানন্দ আশ্রমিক কোচিং সেন্টারের সার্থক প্রয়াস

অনাদি কৃষ্ণ নন্দী

উত্তর ২৪ পরগনার মছলন্দপুর স্টেশন সংলগ্ন জাগরণী সঙ্ঘের সন্নিকটে বিবেকানন্দ আশ্রমিক কোচিং সেন্টার অবস্থান করছে। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু ১৯৯৯ সালে। শঙ্করদার কোচিং বলেই এই প্রতিষ্ঠান বিশেষ পরিচিত। এখানকার সুন্দর, শান্ত পরিবেশ শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে আদর্শ। চাকুরির পরীক্ষায় পেশাদার ট্রেনিংয়ে এদের সাফল্য বেশ উল্লেখযোগ্য। বিবেকানন্দ আশ্রমিক কোচিং সেন্টারের কর্ণধার শঙ্কর দে জানালেন, তাঁদের সংস্থায় কলকাতা পুলিশ, বেঙ্গল পুলিশ, আর্মি, আরপিএফ, স্কুল সার্ভিস, প্রাইমারি টেট, স্টাফ সিলেকশন কমিশন, পিএসইউ প্রভৃতি বিষয়ে পরীক্ষায় বসার জন্য থিওরিটিক্যাল ও ফিজিক্যাল ট্রেনিং প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ১ বছরের প্রোফেশনাল ট্রেনিং কোর্স। সকাল ৮টা থেকে ৪টে পর্যন্ত বিভিন্ন শিফটে ক্লাস করানো হয়। অনেকগুলো শিফট আছে। দু'ঘণ্টা করে ক্লাস করানো হয়। ৩২ জন টিচার আছেন, তাঁরা যথেষ্ট দক্ষ ও অভিজ্ঞ। ৫টা হস্টেল আছে, পৃথকভাবে ছেলেমেয়েদের থাকার সুব্যবস্থা আছে এখানে। কোর্স ফি সাধারণের সামর্থ্যের মধ্যে। হস্টেল খরচ অবশ্য আলাদা। উদ্যোগী কর্ণধার শঙ্করবাবু জানালেন, এই কোর্সের বিষয়গুলো ঠিকমতো পড়াশোনা করলে চাকরি হবে। তিনি আরও জানালেন, আর্মি, কেপি, ডব্লুবিপি, আরপিএফ, রেলওয়ে গ্রুপ ডি ইত্যাদি পরীক্ষাগুলির জন্য ফিজিক্যাল-এর ভর্তি ফি ৫০০ টাকা ও প্রতি মাসে ২০০ টাকা। EX-Army Officer দ্বারা ফিজিক্যাল করানো হয়। প্রতি পরীক্ষার আগে প্রচুর মক টেস্ট নেওয়া হয়। হেড অফিস মছলন্দপুর স্টেশন সংলগ্ন। এছাড়া বারাসত, বাঁকুড়া, বসিরহাট, বারুইপুর, তমলুক ও সিমলাপালে শাখা রয়েছে।

অশোকনগর–কল্যাণগড় পৌরসভা

ডাকঘর–অশোকনগর, উত্তর ২৪–পরগণা

নাগরিক জনজীবনে অতন্দ্র প্রহরী

* পৌর পরিষেবায় যে উদ্যোগগুলি চালু আছে:–

• চক্ষু বিভাগ সহ সমস্তরকম Operation এবং এখানে দিবারাত্র ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা চালু আছে। • সেবা সদন চক্ষু বিভাগে ফেকো সহ সমস্ত প্রকার চোখের অপারেশন করা হয়। • প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী সেবাসদন হাসপাতাল এখানে দিবারাত্র ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা চালু আছে। • জয়জয়ন্তী অনুষ্ঠান বাড়ি সহ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অতিথি আবাস। • চড়ুইভাতি অনুষ্ঠান বাড়ি সহ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অতিথি আবাস। • পিকনিক জোন। • সংহতি পার্ক। • মিলেনিয়াম সায়েন্স পার্ক সহ অতিথি আবাস। • শহীদ সদন। • সুতনু জিম (পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা)। • ট্যাঙ্কের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ। • বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহ। • অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প। • বর্জ্য পরিষ্কারের জন্য সেস্‌পুল গাড়ি। • শবদেহবাহী গাড়ি। • দিবারাত্র ৩টি এ্যাম্বুলেন্স–এর মাধ্যমে পরিষেবা (A.C. এবং Non A.C)। • নূতনভাবে সৌন্দর্যায়নের লক্ষে বাতিস্তম্ভে আলোকসজ্জা। • পৌরসভার মাধ্যমে পৌরাঞ্চলে এই প্রথম Signalling ব্যবস্থা চালু করা। • হাইমাস্ট লাইট। • কমিউনিটি সেন্টার (প্রতি ওয়ার্ডে)। • সুইমিং পুল। • কোল্ড স্টোরেজ। • আই ইউনিট। • বাইপাস্‌ রোড। • দাঁতের চিকিৎসা।

এছাড়া

* পাকা রাস্তা, নলকূপ, নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা এবং আরও অনেক উদ্যোগ। * আমরা এই সকল পরিষেবাকে আরও প্রসারিত করতে চাই। একটা সুসভ্য উন্নত, আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন পৌর শহর হিসাবে–

অশোকনগর–কল্যাণগড় পৌরসভাকে নতুন প্রজন্মের কাছে উন্মুক্ত করতে চাই।

তাই আসুন:– * পৌরসভা থেকে প্ল্যান অনুমোদন করে বাড়ি তৈরি করুন। * আমরা সবাই সক্রিয় হই। সহযোগী হই। * নতুন চেতনার আদান–প্রদান করি। * পৌর সম্পদকে আপনজ্ঞানে সমৃদ্ধ করি। * নিয়মিত পৌরকর পরিশোধ করি। * পানীয় জল আমার জীবনকে রক্ষা করে। একে অপচয় করবেন না। * পরিবেশকে সকলে মিলে রক্ষা করি এবং আসুন আমরা বৃক্ষ রোপণ করি, বৃক্ষ ছেদন করবো না। এই প্রতিজ্ঞা করি। **দূরভাষ (০৩২১৬) ২২১৪৫৪/২২৪১২৫**

শ্রী ধীমান রায়
উপ–পৌরপ্রধান

শ্রী প্রবোধ সরকার
পৌরপ্রধান

অশোকনগর–কল্যাণগড় পৌরসভা

খেলা

আজকাল কলকাতা রবিবার ৫ জুন ২০২২

আত্মবিশ্বাসী লিস্টন

ফুটবলপ্রেমীদের সুনীলের আবেদন

মৃণাল চট্টোপাধ্যায়

এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ার ম্যাচের জন্য যুবভারতীতে মাত্র ১২ হাজার দর্শকের প্রবেশাধিকার আছে জেনে বিস্ময়প্রকাশ করেছিলেন ভারতীয় দলের ফুটবল অধিনায়ক সুনীল ছেত্রি। আক্ষেপের সঙ্গে বলেছিলেন, এমনটা হলে তাঁদের হোম অ্যাডভান্টেজ নষ্ট। প্রতিপক্ষকে চাপে রাখতে ভরা যুবভারতী জরুরি। সুনীলের এই বক্তব্যে কাজ হল। রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত বদলে স্টেডিয়ামে দর্শক প্রবেশাধিকারের সংখ্যা বাড়িয়ে দিল। ফেডারেশনের তরফে জানানো হয়েছে, কোয়ালিফায়ারের তিনটি ম্যাচের জন্য টিকিটের কোনও অভাব হবে না মাঠে আসতে ইচ্ছুক দর্শকদের জন্য। ৫০ হাজারেরও বেশি টিকিট থাকছে।

সুনীল নিজেও কলকাতার দর্শকদের মাঠে আসার জন্য একটি আন্তরিক আবেদন রেখেছেন। ভিডিও বার্তায় বলেছেন, 'কলকাতার ফুটবলপ্রেমীরা অতুলনীয়। শেষবার যখন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এখানে খেলেছিলাম, তখন ৫০ হাজারেরও বেশি সমর্থক মাঠে এসে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। দুঃখিত, আমরা ভাল পারফর্ম ও ফল করতে পারিনি সেবার। কিন্তু এবার কথা দিচ্ছি আপনাদের হতাশ করব না। দলে দলে এসে মাঠ ভরান। আপনাদের চিৎকারে প্রতিপক্ষ চাপে থাকবে।'

৮ জুন কম্বোডিয়া ম্যাচ দিয়ে এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারের অভিযান শুরু করবেন সুনীলরা। মূল পর্বে যোগ্যতার্জনের ব্যাপারে প্রচণ্ড আশাবাদী। তাঁর মতে, ভারতের বর্তমান দলের ফুটবলাররা শুধু প্রতিভাবান, তাই নয়, এরা কাউকে ভয় করে না। গায়ে গতরে শক্তিশালী। যে-কোনও রকম চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি। প্রস্তুতি ভাল হয়েছে। এখন মাঠে নেমে সেরা দিতে হবে ভারতীয় ফুটবলকে উঁচুতে তুলে ধরতে। রহিম আলিকে নিজের উত্তরসূরি ভাবেন সুনীল। তবে জেজের ভক্ত সুনীল। এখনই জেজের তুলনায় রহিমকে এগিয়ে রাখতে নারাজ। চোটের জন্য কোয়ালিফায়ারে রহিম নেই। তবে লিস্টন, উদান্ত, আশিকদের গতি, স্কিল ও গোল করার ক্ষমতার ওপর পূর্ণ ভরসা রাখছেন সুনীল।

এএফসি কাপে হ্যাটট্রিকের অধিকারী লিস্টন আত্মবিশ্বাসী। তাঁর বিশ্বাস, দলগত সংহতি ও লড়াইয়ের জোরে কোয়ালিফায়ারে ভাল খেলে ভারত মূল পর্বে যাবে। তিনি গোল পেলে ভাল, আসল হল দলের জয়।

সুখের সেই সময়। শাকিরা–পিকে। ফাইল ছবি

১১ বছর পর বিচ্ছেদ পিকে-শাকিরার

সংবাদ সংস্থা

বার্সিলোনা, ৪ জুন

জল্পনাটা চলছিল বেশ কয়েকদিন ধরেই। সেটাই সত্যি হল। বিয়ে ভেঙে গেল জেরার্ড পিকে আর শাকিরার। নিছকই কাকতালীয়, তবে দুই তারকার জন্মদিন একই। ২ ফেব্রুয়ারি। দিনটা একই হলেও দশ বছরের ব্যবধানটাও ছিল। শাকিরার জন্ম ১৯৭৭ সালে, পিকের ১৯৮৭-তে। একজন গ্ল্যামার দুনিয়ার, অন্যজন ফুটবলের। ২০১০ বিশ্বকাপের প্রোমোশনের বড় একটা ভার পড়েছিল কলম্বিয়ার গায়িকার ওপর। কোমর দুলিয়ে সেই 'ওয়াকা ওয়াকা' এখনও মুখে মুখে ফেরে। তখন স্পেনের উঠতি তারকা পিকে। দুই জগতের দুই সেলিব্রিটির যোগাযোগ শুরু সেই বিশ্বকাপকে ঘিরেই। এক বছর যেতে না যেতেই হয়ে গেলেন 'সেলিব্রিটি দম্পতি'। হল দুই সন্তান। দীর্ঘ ১১ বছরের সেই দাম্পত্যে ছেদ পড়ল। বিচ্ছেদের যৌথ বিবৃতিতে দু'জনেই জানালেন, 'বিচ্ছেদ হলেও আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার আমাদের দুই সন্তান। প্লিজ, আমাদের গোপনীয়তাকে মর্যাদা দিন।'

তেভেজের অবসর

সংবাদ সংস্থা

বুয়েনস এয়ার্স, ৪ জুন

আর পেশাদার ফুটবলে দেখা যাবে না আর্জেন্টিনার কার্লোস তেভেজকে। সরকারিভাবে তিনি সব ধরনের ফুটবল থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করলেন। বোকা জুনিয়র্সে পেশাদার ফুটবলজীবন শুরু করেছিলেন তেভেজ। তারপর করিন্থিয়ান্সে যোগ দেন। সেখান থেকে ২০০৬ সালে পাড়ি দেন ইংল্যান্ডে। ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ও ম্যাঞ্চেস্টার সিটির হয়ে দাপটের সঙ্গে খেলেন। এরপর সিরি আ-তে জুভেন্টাসে যোগ দেন। সেখান থেকে ফিরে আসেন প্রথম ক্লাব বোকা জুনিয়র্সে। চীনের সাংহাই শেনহুয়ার হয়েও এক মরশুম খেলেছিলেন। তারপর আবার ফিরে আসেন বোকা জুনিয়র্সে। বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে ৭৪৬ ম্যাচ খেলেছেন। গোল করেছেন ৩০৮। দেশের হয়ে ৭৬টি ম্যাচ খেলেছিলেন কার্লোস তেভেজ। গোল করেছেন ১৩টি। ২০০৪ এথেন্স অলিম্পিকে সোনাজয়ী আর্জেন্টিনা দলের সদস্যও ছিলেন।

দুর্ঘটনায় মৃত ফুটবলার এন গুসেন

আজকালের প্রতিবেদন

চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু হল আইভরি কোস্টের ফুটবলার ম্যাথু এন গুসেনের। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ব্যারাকপুর থেকে শিয়ালদহ যাওয়ার সময় ২৪ বছর বয়সী এই বিদেশি ফুটবলার আচমকাই টিটাগড় গান্ধী প্রেমনিবাসের কাছে ট্রেন থেকে পড়ে যান ২ ও ৩ নম্বর লাইনের মাঝে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে সেখানে পড়ে থাকতে দেখে গান্ধী প্রেমনিবাসের আশেপাশের মানুষজন গুসেনকে নিয়ে যান ব্যারাকপুর বি এন বসু মহকুমা হাসপাতালে। ডাক্তাররা তাঁর দ্রুত চিকিৎকসা শুরু করলেও শারীরিক আঘাত এত বেশি ছিল, বাঁচানো সম্ভব হয়নি। এই দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিশ। খেপের মাঠে খেলেই জীবিকা নির্বাহ করতেন এই ফুটবলার। গুসেনের মরদেহ বা সৎকারের দায়িত্ব এখন কে নেবেন, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন?

সতর্ক, চিন্তিত বাংলা

আজকালের প্রতিবেদন

রনজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে সোমবার থেকে ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে বেঙ্গালুরুতে যে মাঠে খেলতে নামবে, তা একেবারেই অচেনা বাংলা শিবিরের। অতীতে কখনও সেখানে ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা নেই দলের কারও। তার ওপর শনিবার সকালে অনুশীলনে নেমে অভিমন্যু ঈশ্বরনরা আবিষ্কার করেন সবুজ গালিচার মতো ঘাসে ঢাকা ২২ গজ। সব মিলিয়ে স্বাভাবিকভাবে খানিক সতর্ক এবং চিন্তিত বঙ্গ শিবির। যদিও দলের সহকারী কোচ সৌরাশিস লাহিড়ী বলছেন, 'দারুণ মাঠ। ঘাস থাকলেও উইকেট দেখে পাঁচদিনের ক্রিকেটের আদর্শ বলেই মনে হচ্ছে। কালকের দিনটা হাতে রয়েছে। আশা করি ঘাস কিছুটা ছেঁটে ফেলা হবে। ধৈর্য দেখাতে পারলে এখানে ভাল কিছু করা মুশকিল নয়।' প্রস্তুতি ম্যাচে ব্যাটাররা রান পেলেও ধারাবাহিকতার অভাব চিন্তার কারণ। তাই এদিন নাকি প্রত্যেক ব্যাটারকে সতর্ক করে দিয়েছেন কোচ অরুণ লাল। মনে করিয়ে দিয়েছেন নকআউট পর্বের ম্যাচে একটা ভুলের খেসারত মারাত্মক হতে পারে। রবিবারের অনুশীলনেই রণকৌশল চূড়ান্ত হবে।

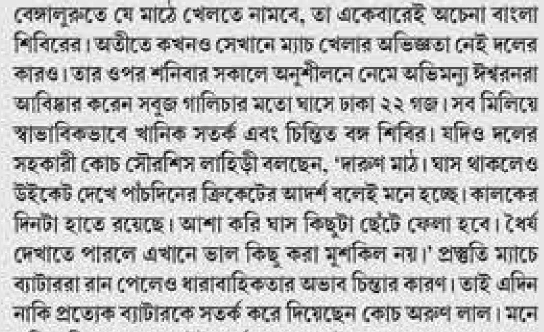

বেঙ্গালুরুতে বঙ্গ–ব্রিগেড। ছবি: সিএবি

কালনায় টেবিল টেনিস

চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কালনা, ৪ জুন

কালনা শহরে বসছে টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার রাজ্য পর্যায়ের আসর। এই প্রথম এখানে রাজ্য পর্যায়ের প্রতিযোগিতা আয়োজিত হওয়ায় খুশি টেবিল টেনিসপ্রেমীরা। ৫ জুন, রবিবার থেকে কালনার এসটিকেকে রোড লাগোয়া অ্যাকমে অ্যাকাডেমির ৯৩ ফুট লম্বা ও ৫৫ ফুট চওড়া ইনডোর স্টেডিয়ামে হবে টেবিল টেনিসের স্টেট র‌্যাঙ্কিং স্টেজ-২ পর্যায়ের প্রতিযোগিতা। চলবে ১১ জুন পর্যন্ত। সূচনা করবেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। বিভিন্ন জেলার মোট ৮০০ প্রতিযোগী অংশ নেবে। অনূর্ধ্ব ১১ থেকে অনূর্ধ্ব ১৯ বয়সের বিভিন্ন স্তরের প্রতিযোগিতা হবে এখানে। প্রথম ৫ দিন নকআউট ভিত্তিতে খেলা। আয়োজক সংস্থার কর্ণধার সুশীল মিশ্র জানালেন, গ্রামাঞ্চলে টেবিল টেনিসের জনপ্রিয়তা বাড়ানো ও প্রতিভা তুলে আনার লক্ষ্যেই মফস্‌সল শহর কালনায় এই প্রতিযোগিতা আয়োজিত হচ্ছে। প্রতিযোগিতার জন্য ৪টি আন্তর্জাতিক মানের টেবিল আনা হয়েছে। স্টেডিয়ামের পাশে তৈরি হয়েছে ফুড পার্ক। স্টেডিয়ামটির পরিকাঠামো তৈরিতে এ পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা খরচ হয়েছে।

ফর্ম 'জি'

আগ্রহ প্রজ্ঞাপনের জন্য আমন্ত্রণ

(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্সি (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রোসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩৬এ(১)-এর অধীনে)

প্রয়োজনীয় তথ্য

১.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম	দেব আর নীল বিল্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার প্রতিষ্ঠার তারিখ	২৯.১২.২০১৪
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে এই কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠিত/ নিবন্ধীকৃত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ- কলকাতা, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর অধীনে
৪.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নম্বর	U74900WB2014PTC204686
৫.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার রেজিস্টার্ড অফিস এবং মুখ্য অফিস (যদি থাকে)-এর ঠিকানা	রেজিস্টার্ড অফিস: ৪২পি, রাজা সন্তোষ রোড, কলকাতা-৭০০০২৭
৬.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	২২.০৩.২০২২
৭.	আগ্রহ প্রজ্ঞাপন আমন্ত্রণের তারিখ	০৫.০৬.২০২২
৮.	উক্ত কোডের ২৫(২)(এইচ) ধারাধীনে রেজোলিউশন আবেদনকারীদের যোগ্যতা এখানে উপলব্ধ রয়েছে:	cirp.devnildpl@gmail.com আইডি-তে ই-মেল পাঠিয়ে সংগ্রহ করা যেতে পারে
৯.	২৯এ নং ধারাধীনে প্রযোজ্য অযোগ্যতার শর্তাবলি এখানে উপলব্ধ রয়েছে:	cirp.devnildpl@gmail.com আইডি-তে ই-মেল পাঠিয়ে সংগ্রহ করা যেতে পারে
১০.	আগ্রহ প্রজ্ঞাপন প্রাপ্তির শেষ তারিখ	২০.০৬.২০২২
১১.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের অস্থায়ী তালিকা জারির তারিখ	৩০.০৬.২০২২
১২.	অস্থায়ী তালিকার প্রতি বিরোধিতা দাখিলের শেষ তারিখ	০৫.০৭.২০২২
১৩.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা জারির তারিখ	১৫.০৭.২০২২
১৪.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের প্রতি ইনফরমেশন মেমোরান্ডাম, ইভ্যালুয়েশন ম্যাট্রিক্স এবং রিকোয়েস্ট ফর রেজোলিউশন প্ল্যানস জারির তারিখ	০৫.০৭.২০২২
১৫.	রিকোয়েস্ট ফর রেজোলিউশন প্ল্যান, ইভ্যালুয়েশন ম্যাট্রিক্স এবং ইনফরমেশন মেমোরান্ডাম এবং আরও তথ্যাবলির জন্য অনুরোধ দাখিলের পদ্ধতি	ইনফরমেশন মেমোরান্ডাম, ইভ্যালুয়েশন ম্যাট্রিক্স, রিকোয়েস্ট ফর রেজোলিউশন প্ল্যান পেতে এবং আরও বিশদ তথ্যের জন্য রেজোলিউশন আবেদনকারীরা এখানে ক্রম নং ২১-এ উল্লিখিত ঠিকানায় রেজোলিউশন প্রোফেশনালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন
১৬.	রেজোলিউশন প্ল্যান দাখিলের শেষ তারিখ	০৪.০৮.২০২২
১৭.	রেজোলিউশন প্রোফেশনালের কাছে রেজোলিউশন প্ল্যান দাখিলের পদ্ধতি	cirp.devnildpl@gmail.com ই-মেল আইডি-তে ইলেকট্রনিক উপায়ে এবং খামে ভরে মুখবন্ধ অবস্থায় হাতে করে বা স্পিড পোস্টের মাধ্যমে পাঠিয়ে
১৮.	অনুমোদনের জন্য বিচারকারী কর্তৃপক্ষের কাছে রেজোলিউশন প্ল্যান দাখিলের অনুমিত তারিখ	০৩.০৯.২০২২
১৯.	রেজোলিউশন প্রোফেশনালের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	মিঃ ধ্রুব মজুমদার রেজিস্ট্রেশন নম্বর: IBBI/IPA-001/IP-P02086/2020-2021/13248
২০.	এই বোর্ডের কাছে নিবন্ধন অনুযায়ী রেজোলিউশন প্রোফেশনালের নাম, ঠিকানা এবং ই-মেল আইডি	মিঃ ধ্রুব মজুমদার, ফ্ল্যাট নং এফ-১০১, রেল বিহার, ডিএলএফ-১ এর পিছনে, স্ট্রিট নং ৬৪, নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬ ই-মেল: dhrubamazumder@yahoo.co.in
২১.	রেজোলিউশন প্রোফেশনালের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ব্যবহার্য ঠিকানা এবং ই-মেল আইডি	মিঃ ধ্রুব মজুমদার, ফ্ল্যাট নং এফ-১০১, রেল বিহার, ডিএলএফ-১ এর পিছনে, স্ট্রিট নং ৬৪, নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬ ই-মেল: cirp.devnildpl@gmail.com
২২.	আরও বিশদ তথ্যাবলি এখানে মিলবে	cirp.devnildpl@gmail.com আইডি-তে রেজোলিউশন প্রোফেশনালের কাছে ই-মেল পাঠান
২৩.	ফর্ম 'জি' প্রকাশনার তারিখ	০৫.০৬.২০২২

ধ্রুব মজুমদার
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নম্বর: IBBI/IPA-001/IP-P-02086/2020-2021/13248
রেজিস্টার্ড ঠিকানা: ফ্ল্যাট নং এফ-১০১, রেল বিহার, ডিএলএফ-১ এর পিছনে, স্ট্রিট নং ৬৪, নিউ টাউন, কলকাতা- ৭০০১৫৬
তারিখ: ০৫.০৬.২০২২
স্থান: কলকাতা
দেব আর নীল বিল্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেড সম্পর্কিত বিষয়ে ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রোফেশনাল

EVEREADY INDUSTRIES INDIA LTD.

CIN: L31402WB1934PLC007993
রেজিস্টার্ড অফিস: ২, রেনি পার্ক, কলকাতা-৭০০০১৯
ফোন: ৯১-৩৩-২৪৫৫৯২১৩, ০৩৩-২৪৮৬৪৯৬১; ফ্যাক্স: ৯১-৩৩-২৪৮৬৪৬৭৩;
ই-মেল: investorrelation@eveready.co.in
ওয়েবসাইট: www.evereadyindia.com

নোটিস

এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, বার্ষিক সাধারণ সভার আমন্ত্রণী নোটিসে ('নোটিস') নির্ধারিত কারবারসমূহ নির্বাহের জন্য এভারেডি ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডিয়া লিমিটেড ('কোম্পানি') এর সদস্যদের ৮৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম/সভা') বুধবার, ২৯ জুন, ২০২২ তারিখে সকাল ১১:০০টায় (ভারতীয় প্রমাণ সময়) ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/ অন্যান্য অডিও-ভিস্যুয়াল উপায়ে ('ওএভিএম') আয়োজিত হবে। উক্ত এজিএমের স্থান কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস হিসেবে গণ্য করা হবে।

এমসিএ সার্কুলারসমূহ ও সেবি সার্কুলারসমূহ সহ পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ('লিস্টিং রেগুলেশনস') এর প্রযোজ্য সংস্থানসমূহ অনুসারে যে সকল সদস্য তাঁদের ই-মেল আইডি রেজিস্টার করিয়েছেন, কেবলমাত্র তাঁদের প্রতি ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবর্ষে কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন সহ এজিএমের নোটিস ইলেকট্রনিক উপায়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ২০ সহ পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর ১০৮ নং ধারা এবং সেবি লিস্টিং রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৪ এর শর্ত মেনে কোম্পানি আনন্দের সঙ্গে তার সদস্যদের উক্ত সভায় নির্ধারিত হওয়ার জন্য কারবারগুলির প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের ওপর এজিএমের আগে রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে নিজ নিজ ভোটাধিকার প্রয়োগের সুবিধা দেবে এবং এই উদ্দেশ্যে উক্ত সুবিধা দেওয়ার জন্য অনুমোদিত এজেন্সি রূপে কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে।

অনুগ্রহপূর্বক এজিএমে যোগদান ও ভোটদানের উপায় ইত্যাদি সম্পর্কিত বিশদ তথ্যের জন্য এজিএমের নোটিসটি ভাল করে দেখে নেবেন।

উক্ত অ্যাক্ট ও রুলসমূহের শর্তানুসারে ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিশদ তথ্য নিম্নরূপ:

১. রিমোট ই-ভোটিং শুরুর তারিখ ও সময়: ২৬ জুন, ২০২২, সকাল ১০:০০টা।
২. রিমোট ই-ভোটিং বন্ধের তারিখ ও সময়: ২৮ জুন, ২০২২, বিকেল ৫:০০টা।
ওপরে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিংয়ের অনুমতি পাওয়া যাবে না। এই সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে।
৩. কাট-অফ তারিখ: ২২ জুন, ২০২২
নির্ধারিত কাট-অফ তারিখের ভিত্তিতে সদস্যদের রেজিস্টার বা ডিপোজিটরিদের কাছে রক্ষণাবেক্ষণকৃত সুবিধাভোগী স্বত্বাধিকারীদের রেজিস্টারে যে সদস্যগণের নাম নথিভুক্ত থাকবে, কেবলমাত্র তাঁরাই সভার আগে রিমোট ই-ভোটিং এবং সভা চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন এবং উক্ত নোটিসে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণে ভিসি/ওএভিএম উপায়ে এজিএমে অংশ নেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে। কাট-অফ তারিখের ভিত্তিতে যে ব্যক্তি কোম্পানির সদস্য নন, তিনি এই নোটিসটি কেবল তথ্য জানার খাতিরে বিবেচনা করবেন।
৪. নোটিস প্রেরণের পরে কোনও ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ার অধিগ্রহণ করে কোম্পানির সদস্যে পরিণত হলে এবং কাট-অফ তারিখের ভিত্তিতে কোম্পানির শেয়ার ধরে রাখলে evoting@nsdl.com বা mdpldc@yahoo.com আইডি-তে অনুরোধ জানিয়ে নিজস্ব লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। অবশ্য, কোনও সদস্য ই-ভোটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যেই রেজিস্টার্ড হয়ে থাকলে, লগইন ও ভোটদানের জন্য নিজের বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।
৫. রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে কোনও সদস্য নিজের ভোট দিয়ে থাকলেও ভিসি/ওএভিএমের মাধ্যমে এজিএমে অংশ নিতে পারবেন, তবে পুনরায় ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন না।
৬. ভিসি/ওএভিএমের মাধ্যমে এজিএমে অংশ নেওয়া কোনও সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে আলোচ্য সিদ্ধান্তের ওপর ভোট না-দিয়ে থাকলে এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।
৭. কোম্পানির এই ওয়েবসাইটে এজিএমের নোটিস প্রদর্শিত রয়েছে: www.evereadyindia.com। স্টক এক্সচেঞ্জগুলির নিজ নিজ ওয়েবসাইট অর্থাৎ, বিএসই লিমিটেডের www.bseindia.com এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের www.nseindia.com সহ এনএসডিএল এর www.evoting.nsdl.com ওয়েবসাইটেও এটি দেখা যাবে।
৮. ই-ভোটিং সম্পর্কিত অভিযোগ জানানোর ব্যক্তিগণের সঙ্গে যোগাযোগের তথ্য:

বিবরণ	ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড	মাহেশ্বরী ডেটামাটিক্স প্রাঃ লিঃ
নাম ও পদ	শ্রীমতী পল্লবী মাত্রে- ম্যানেজার মিঃ বিক্রম ঝা- ম্যানেজার	মিঃ রবি কুমার বেহুল, কমপ্লায়েন্স অফিসার
ঠিকানা	ট্রেড ওয়ার্ল্ড, 'এ' উইং, ফ্লোর ৪, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, লোয়ার পরেল, মুম্বই- ৪০০০১৩	২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ব্লক নং ৫, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল আইডি	evoting@nsdl.co.in	mdpldc@yahoo.com
ফোন নম্বর	১৮০০ ১০২০ ৯৯০/ ১৮০০ ২২৪ ৪৩০	৭০০৩৭৫৬৪৬৫/ ০৩৩-২২৪৮ ২২৪৮

৯. রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং প্রক্রিয়া ও ভোটদান ন্যায্য ও স্বচ্ছ উপায়ে পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য প্র্যাকটিসরত কোম্পানি সেক্রেটারি মিঃ এ কে লাভ (এফসিএস: ৪৮৪৮/ সিপি: ৩২৩৮)-কে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।
১০. ফলাফল ঘোষণার ঠিক পরেই স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন সমেত ভোটাভুটির ঘোষিত ফল কোম্পানির www.evereadyindia.com সহ এনএসডিএল এর ওয়েবসাইটে আপলোড করে দেওয়া হবে এবং কোম্পানির শেয়ার যে সমস্ত স্টক এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত, সেখানেও এগুলি পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
এভারেডি ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডিয়া লিমিটেড
স্বাঃ-
(টি পুনওয়ানি)
ভাইস প্রেসিডেন্ট- লিগ্যাল অ্যান্ড কোম্পানি সেক্রেটারি

কলকাতা
৪ জুন, ২০২২